মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু কন্যা
শেখ হাসিনা
সমীপে

২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে শিক্ষাক্ষেত্রে করোনা মহামারীর কারণে সৃষ্ট ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের জন্য

সবিনয় আবেদন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশে শিক্ষা নিয়ে কর্মরত সহস্রাধিক বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, শিক্ষাবিদ, গবেষক ও শিক্ষা অধিকার কর্মীদের ঐক্যজোট গণসাক্ষরতা অভিযান-এর পক্ষ থেকে আপনাকে সশ্রদ্ধ সালাম জানাচ্ছি।

কোভিড ১৯-এর অভিঘাত মোকাবেলায় বর্তমান সরকারের বহুমুখী প্রয়াস, বিশেষ করে সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক খাতের বেশ কয়েকটি 'প্রণোদনা প্যাকেজ' এবং শ্রেণিকক্ষভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিকল্প হিসেবে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে টেলিভিশন, রেডিও, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটভিত্তিক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করায় আপনাকে ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এ প্রসঙ্গে আপনার সানুগ্রহ বিবেচনার জন্য উল্লেখ করছি যে, নানাবিধ উদ্যোগ সত্ত্বেও চলমান মহাদুর্যোগের কারণে বিগত প্রায় ১৫ মাস যাবৎ সব ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং শিক্ষায় বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষার জন্য একটি যথাযথ 'পুনরুদ্ধার কর্মসূচি' ও বাস্তবসম্মত 'প্রণোদনা প্যাকেজ' ঘোষণা করা হলে শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের কষ্টার্জিত অগ্রগতি ধরে রাখা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন করা কঠিন হবেনা বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

সম্মানিত সংসদনেত্রী

শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি প্রশমন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে আমাদের অগ্রযাত্রা ধরে রাখার লক্ষ্যে উপর্যুক্ত 'পুনরুদ্ধার কর্মসূচি' ও 'প্রণোদনা প্যাকেজের' আওতায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ আপনার সানুগ্রহ বিবেচনার জন্য পেশ করছি :

১. প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় মূলধারার শিক্ষার্থীদের স্তরভেদে মাসিক কমপক্ষে ২৫০ টাকা থেকে শুরু করে ১০০০ টাকা পর্যন্ত উপবৃত্তি দেওয়া। সুবিধাবঞ্চিত যুবদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় স্বল্পমেয়াদি কোর্সের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।

২. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য শর্তহীন ও সুদমুক্ত 'শিক্ষাঋণ' প্রবর্তন করা এবং শুধুমাত্র চাকুরির সন্ধানে না থেকে উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।

৩. শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত 'স্কুল রিওপেনিং গাইডলাইন' অনুসরণ করে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা বাজেটের অন্তত ১০% অর্থ জেলা, উপজেলা ও বিদ্যালয় পর্যায়ে বরাদ্দ দেওয়া।

৪. সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নন-এমপিও শিক্ষকদের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেওয়া।

৫. মূলধারার সকল বিদ্যালয়ের (প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ন্যূনতম একটি করে আইসিটি ডিভাইস দেওয়া এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়কেই প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ ডেটা (data) বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে প্রদান করা।

সম্মানিত জননেত্রী

৬. শিক্ষার্থীদের খাদ্যনিরাপত্তা ও পুষ্টিমান রক্ষার উদ্দেশ্যে ২০২৪ সালের মধ্যে মূলধারার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর জন্য দুপুরের খাবার (স্কুলমিল কার্যক্রম) চালু করার লক্ষ্যে আপনার দেওয়া প্রতিশ্রুতির জন্য অভিবাদন জানাই। এটি বাস্তবায়ন করতে হলে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি নেওয়ার লক্ষ্যে ২০২১-২২ সালের বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন।

৭. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের (যেমন : প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক) জন্য বিভিন্ন Computer Assisted Learning (CAL), Computer Assisted Instruction (CAI) সফটওয়্যার প্রস্তুত ও ব্যবহার উপযোগী করা এবং ভিন্ন জাতিসত্তার শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় শিক্ষাসহ ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করা।

৮. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজের ওপর যে ১৫% হারে কর আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করে শিক্ষাকে অলাভজনক উদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা করে বর্তমান সরকারের সামাজিক দায়বদ্ধতার অবস্থান সমুন্নত রাখা।

৯. আর্থিক সংকটের কারণে শত শত কিন্ডারগার্টেনসহ কমিউনিটিভিত্তিক যে-সকল বেসরকারি বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে তাদের সহজ শর্তে সুদমুক্ত ঋণ দেওয়া।

১০. শিক্ষাসংক্রান্ত গবেষণার জন্য সরকারি-বেসরকারি দক্ষ প্রতিষ্ঠানকে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দিয়ে উৎসাহিত করা।

শ্রদ্ধেয়া বঙ্গবন্ধু কন্যা

উপর্যুক্ত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় ২০২১-২২ সালের বাজেটে বিশেষ বরাদ্দসহ শিক্ষাখাতের জন্য একটি 'প্রণোদনা প্যাকেজ' ঘোষণা করা হলে নতুন প্রজন্ম, শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অংশীজন, বিশেষ করে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সর্বস্তরের জনগণ আপনার কাছে ঋণী থাকবে।

এ প্রসঙ্গে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে আপনার সদয় বিবেচনার জন্য উল্লেখ করতে চাই যে, তিনি আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করে শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার যে সূচনা করেছিলেন, আপনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকারও শিক্ষার ওপর কোন ধরনের কর বা ভ্যাট আরোপ না করে এই অধিকার প্রতিষ্ঠার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবেন– এটা আমাদের বিনীত নিবেদন ও একান্ত প্রত্যাশা।

মহান সৃষ্টিকর্তা আপনার মঙ্গল করুন।

প্রচার ও সমন্বয়
গণসাক্ষরতা অভিযান
৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৫৮১৫৫০৩১, ৫৮১৫৩৪১৭
ওয়েবসাইট : www.campebd.org
ফেইসবুক : facebook.com/campebd

সহযোগিতায়
সকল সহযোগী সংগঠন